মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ: বাড়িতে ঢুকে অতর্কিত হামলা আহত ২

মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের অতর্কিত হামলায় স্বামী-স্ত্রী আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোর বেলায় উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ইনসান আলীর বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘুমিয়ে থাকা ইনাসান আলীর মেয়ে আসমা খাতুন (২৬) ও তার জামায় রাকিব হাসান (৩৫) মারাত্মক জখম হন। তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, আহত রাকিব হাসানের মাথায় ১৬ টি সেলাই হয়েছে। রাকিব হাসানের স্ত্রী আসমা খাতুনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আহত আসমা খাতুন জানান, দির্ঘদিন ধরে আমাদের দুপক্ষের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। পরে গত বৃহস্পতিবার গ্রাম্য সালিসে বিষয়টি মিমাংসা হয় এবং আমাদের জমি পাওনা হয়। কিন্তু আজ শুক্রবার ভোর বেলায় ভবেরপাড়া গ্রামের মল্লিকের ছেলে মোতালেব,হেলাল নাতী মিনারুল, মোতালেব এর স্ত্রী শাহানারা মোতালেবের খালাতো বোন মিনুয়ারা ইনসান আলীর বাড়ির পকেট গেট ভেঙ্গে আচমকা বাড়িতে প্রবেশ করে আমাদের উপর দেশিয় অস্ত্র দিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় বাড়িতে বেড়াতে আসা ইনসান আলীর জামায় রকিব হাসান এর মাথায় আঘাত করে আহত করে স্বর্নের চেইন,ঘরে থাকা আড়াই লাখ টাকা তারা নিয়ে যায়। আমাদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায়। তানিয়ারা উদ্ধার করে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে তারা মামলা করবেন বলে প্রতিবেদককে জানান, স্থানীয় কয়েকজন জানান, সালিসে মিমাংসা হওয়ার পরও মারামারির ঘটনা ঘটে। আমরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোতালেব জানান, আমরা তাদের কোন মারধর করিনি। কিভাবে মাথা ফাটলো আমি জানিনা। টাকাপয়সা কোন কিছুই নিইনি। সব

অভিযোগ মিথ্যা। আমাদেরকে হেনেস্তা করার জন্য তারা এই মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম জানান, ঘটনাটি আমি শুনেছি এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্কুল বটতলা নামক স্থানে পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে এ সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলো উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার আব্দুর রহিম এর ছেলে মোঃ মিজান (২০) ও আবু সুনু’র ছেলে মোঃ মিথুন (২১)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠালতলা থেকে মোটরসাইকেল যোগে দামুড়হুদায় যাওয়ার পথে জয়রামপুর স্কুল বটতলা থেকে আনুমানিক ২০০ গজ উত্তরে কৃষি পয়েন্টের সামনে নীল রঙের একটি খুলনা মেট্রো ১১-১৬১৫ নাম্বারের পিকাপ এর সহিত মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন পিচ রাস্তার উপরে সিটকে পরে গুরুতর আহত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোটর সাইকেল আরোহী মিজান গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন। আহত মিথুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি মিনি পিকাপ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে দূর্ঘটনার পরে পিকাপের ড্রাইভার কে

আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী মিজান খুবই উৎশৃঙ্খল, মোটরসাইকেলের জন্য বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সেজন্য মিজানের পিতা আব্দুর রহিম ১৫ দিন আগে মটরসাইকেলটি কিনে দিয়েছে। তারা আরো বলেন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি হেলে দুলে যাচ্ছিল, দূর্ঘটনায় পিকাপের কোন দোষ ছিলোনা। আমাদের চোখের সামনে মোটরসাইকেলটি পিকাপে এসে সরাসরি ধাক্কা দেয়। এতে ভয় পেয়ে পিকাপের ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাশ সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের

রওশন আলি’র ছেলে মোঃ ফরহাদ হোসেন (২৮) এবং একই উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ার মো: নজরুল ইসলাম নজু’র ছেলে আশিক (২০)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ বিকালে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের রওশনালীর ছেলে ফরহাদ হোসেন একই উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে নিজস্ব মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি কানাইডাঙ্গা যাওয়ার সময় লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাস সড়কে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা আর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফলে ফরহাদ

হোসেনের ডান পা ভেঙে যায় এবং অপর মোটরসাইকেল চালক আশিক গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন ও দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহত ২ জনকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফরহাদ হোসেনকে ভর্তি রাখেন। অপর মোটরসাইকেল চালক আশিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,কারো পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় বিচালি বোঝায় পাওয়ারট্রলি গাছের সাথে ধাক্কা ; আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলা নামক স্থানে বিচালি বোঝায় পাওয়ারট্রলি রাস্তার পাশে থাকা একটা গাছের সাথে ধাক্কা মারে, এতে আহত হয় ২ জন।

আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে মোঃ বিপ্লব হোসেন (২৮) ও মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ফারুক আলি (৩২)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, গতকাল সোমবার সকালে পাওয়ার ট্রলিতে বিচালি বোঝায় করে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার সময় দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু চুয়াডাঙ্গা সড়কের জয়রামপুর কাঁঠালতলা বাজারের সন্নিকটে রাস্তার পাশে থাকা একটি বাবলা গাছের সাথে ট্রলিটি ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর উল্টে গেলে উক্ত গাড়ির চালক ও গাড়ির উপরে বসে থাকা আরোহি পিচ রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়।

সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও স্থানীয় লোকজন দুজনকে

উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দুই জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চার ঘণ্টা চিকিৎসা দেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী লিয়াকত আলী বলেন, একটি পাওয়ার ট্রলি বিচালি বোঝাই করে নিয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাঁঠালতালা বাজারে পৌঁছালে রাস্তার পাশে থাকা বাবলা গাছের ডালের সাথে গাড়িটি বেঁধে উল্টে যায়, এতে চালক সহ ২ জন মারাত্মক আহত হয়। রাস্তার দুইধারে থাকা গাছগুলোর ডালপালা প্রধান সড়কের উপরে এসে পড়েছে, এসব ডালপালা গুলো অতি দ্রুত কেটে ফেলা উচিত। তা না হলে যেকোনো সময় প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে বাস-পাওয়ারটিলার মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের অদূরে বাস-পাওয়ারটিলার সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে এ দৃর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন, পাওয়ারটিলার চালক দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবরের ছেলে জহির ইসলাম কটা (৩৩) ও নতিপোতা গ্রামের আশাদুলের ছেলে গরু ব্যবসায়ী রিপন মিয়া (৩৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জীবননগর উপজেলার শিয়ালমারি পশু হাট থেকে গরু বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে দর্শনা-দামুড়হুদা সড়কের মাঝে লোকনাথপুর ফায়ার সার্ভিসের কাছে পৌঁছালে বেপরোয়া গতিতে এসে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় কার্পাসডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুর

গামী রেখা পরিবহন। ধাক্কা দেয়ায় পাওয়ারটিলার চালক কটা (৩৫) রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে যায়। তখন তাকে ধরে রাস্তার পাশে নিয়ে সরানোর জন্য গেলে রেখা পরিবহনের বাসটি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ১ জন গরু ব্যাপারি সামনে যেয়ে হাত উুঁচু করে দাড়ালে তাকে সাইড কাটিয়ে বাসটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে পথচারীরা ফায়ার সার্ভিসের অফিসে জানালে সাথে সাথেই তারা গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর চালক কটার অবস্থার অবনতি দেখা গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন। তবে গুরুতর আহত পাওয়ারট্রলির চালক কটার অবস্থা আশংকাজনক।

দামুড়হুদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২: একজনকে রাজশাহী রেফার্ড

দামুড়হুদায় বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ের ফুল কিনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার কোমরপুর ঈদগাহ নামক স্থানে এঘটনা ঘটে।আহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার আব্দুল মান্নান বিশ্বাসের ছোট ছেলে আইনুর বিশ্বাস(২৪) ও সুলতান আলীর ছোট ছেলে সিফাত হোসেন(১৭)। এর মধ্যে আইনুর বিশ্বাসের অবস্থা আশংকাজনক।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সিফাত হোসেন জানায়, আমার বড় ভাই শামিম হোসেনের বিবাহ ছিল গতকাল। বরযাত্রীর গাড়ি ও বাসর ঘর সাজানোর জন্য ফুল কিনতে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের উদ্দেশ্য দুলাভাই এর মোটরসাইকেল নিয়ে যায়। সাথে ছিল আইনুর বিশ্বাস নিজেই খুব দ্রুত চালাচ্ছিল মোটরসাইকেল, ফুল নিয়ে ফেরার পথে কার্পাসডাঙ্গা- দামুড়হুদা সড়কের কোমরপুর ঈদগাহর কাছাকাছি আসলে ইজিবাইক পাশ কাটিয়ে যায়। হটাৎ অপরদিক থেকে আসা পাওয়ারটিলার এর সাথে ধাক্কা লাগে ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে যায় দুজন। তারপর ঘটনাস্থলে জ্ঞান

হারিয়ে ফেলি পরে আমার আর কিছু মনে নেই।

এদিকে সড়ক দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। পরিবারের লোকজন বিয়ের মাইক্রো নিয়ে দুজনকে দ্রুতই দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে দুজনকে। আহত আইনুর বিশ্বাসের অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মাথায় অতিরিক্ত জখম হওয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পুনরায় শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা রাজশাহীতে রেফার্ড করেন। এদিকে পরিবারের লোকজন জানান আহত সিফাত হোসেনের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে আনা হয়েছে। মারাত্মকভাবে মাথায় জখম হওয়া আইনুর বিশ্বাসকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানান।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের দরবেশপুরে লাটা হাম্বা উল্টে দুই জন আহত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের দরবেশপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে রানা এবং গাংনী উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামের বাসিন্দা শামীম।

এসময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।

স্থানীয়রা জানায়, চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে দ্রুত গতিতে মেহেরপুরে আসছিলো দুটো লাটা হাম্বার। সে সময় এটি লাটা হাম্বারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুরাতন দরবেশপুর যাত্রী ছাউনির সামনে ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় লাটা হাম্বারে থাকা দুই জন ব্যাক্তি আহত হয়। আমরা তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য

মেহেরপুরে ইজিবাইক উল্টে প্রাণ গেল দলিল লেখকের, আহত ২

মেহেরপুরে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানকে সাইড দিতে গিয়ে ইজিবাইক উল্টে মাসুদ রানা নামের এক দলিল লেখক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো ২ জন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সদর উপজেলার দফরপুর কোলার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুদ রানা গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ফিরোজ হোসেনের ছেলে। তিনি গাংনী উপজেলা সাবরেজিস্টার অফিসে দলিল লেখকের কাজ করতেন।

আহতরা হলেন- ইজিবাইক চালক মাদার আলী এবং হেমায়েতপুর গ্রামের লেকজান খাতুন। এদের মধ্যে মাদার আলীকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার দফর থেকে একটি একটি ইজিবাইক যোগে মাসুদ রানাসহ কয়েকজন গাংনীর নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কোলার মোড় নামক স্থানে পৌছালে হঠাৎ একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত পাখি ভ্যান সামনে আসে। পাখিভ্যানটিকে সাইডদিতে গিয়ে ইজিবাইকটি উল্টে যায়। ইজিবাইকে থাকা সকলেই আহত হয়। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাসুদ রানাকে মৃত ঘোষণা করে এবং গুরুতর আহত ইজিবাইক চালক মাদারকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি(অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম জানান, মাসুদ রানার পরিবারের সদস্যদের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গায় সাইকেল-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

আলমডাঙ্গায় বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় উপজেলার বলেশ্বরপুর-কাথুলি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের কাথুলি গ্রামের মৃত করিম মালিথার ছেলে আলফাজ হোসেন (৫৫)। আহতরা হলেন- একই ইউনিয়নের দিগড়ী গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে আনারুল
(২৩) ও হারুনের ছেলে কাউসার (২২)। আহত দুই যুবক চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত রয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেশ্বরপুর বাজার থেকে জ্বালানি তেল কিনে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন আলফাজ হোসেন। পথে কাথুলি-বলেশ্বরপুর সড়কের মাঠ সংলগ্নে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই আলফাজ নামের বাইসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। এতে আনারুল ও কাউসার নামের মোটরসাইকেল চালক এবং আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দু’যুবককে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করে।

নিহতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন বলেন, জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য বাইসাইকেলযোগে জ্বালানি তেল কিনতে বের হয়েছিলেন আমার স্বামী। কিছুক্ষন পর শুনি একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ঘটনাস্থলেই আমার স্বামী মারা গেছেন।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া মা-আরিজ বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই আলফাজের মৃত্যু হয়। আহত দুজনের অবস্থা আশংকাজনক।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এক্সিডেন্টের খবরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ায় ফুটবল খেলা কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মনোমালিন্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই জন।

গতকাল সোমবার (২৮ আগষ্ট) রাতে দুই পক্ষের সৃষ্ট সংঘর্ষে রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ার আব্দুল কাদের মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া(৩৫) এবং মোঃ জাহর আলীর ছেলে মোঃ সাজু মিয়া (৩৬) গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে মপহেরপুর সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন মিয়াকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত অপর ব্যক্তি সাজু মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের আগের দিন ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে রাধাকান্তপুরের আব্দুস সালামের ছেলে মিলন ও মোঃ জাহর আলীর ছেলে সানির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার রাতে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়।

মেহেরপুর থানা পুলিশের একাধিক সূত্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে এ ব্যাপারে থানায় কোন পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ প্রার্থী সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।